রোমান হরফের উচ্চারনভিত্তিক বাংলা কি বোর্ড

মাহাবুবুর রহমান (রিমন) { ১০/০৯/২০১৫ }

রোমান হরফে বাংলা লেখার পর সেটিকে বাংলা হরফে রুপান্তর করার পদ্ধতিকে ফনেটিক কিবোর্ড বলা হয়ে থাকে । এটিকে আমি উচ্চারনভিত্তিক বলে থাকি। এই ফনেটিক পদ্ধতি বর্তমানে তরুন-তরুণী দের একটি প্রিয় পদ্ধতি বটে।কিন্তু আমি দেখেছি যে সব তরুন-তরুণী এই ফনেটিক পদ্ধতিতে বাংলা লিখে থাকেন তাদেরকে যখন আমি এই পদ্ধতি সম্পর্কে কোন বিরোধীতার কথা বলেছি তখন আমি অশ্লীল কথা এবং গালি পযর্ন্ত শুনেছি।

তরুন-তরুণীদের বিষয় নিয়ে আমাদের বাংলাদেশে শিক্ষা হলো তাদেরকে কোন বিষয়ে না বলা খুব বিপদজনক। এভাবে যদি রোমান হরফ দিয়ে বাংলা চলতে থাকে তাহলে ভবিষ্যতে ভাষা এবং বর্ণমালা এই দুটোই তাদের অস্থিস্ত রক্ষার জন্য ভয়াবহ সমস্যার মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে আমার মনে হয় রোমান হরফ দিয়ে বাংলা লেখা সেটি আবার বাংলা হরফে রুপান্তর করা এইভাবে খুব সহজে বাংলা লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের দেশের তরুন-তরুরীর কাছে এই পদ্ধতিটা খুব সহজ বলে মনে হয়। আমাদের দেশে তরুন-তরুণীদের ফনেটিক কিবোর্ড ব্যবহার করার একটি কারন আমি পেয়েছি। এই পদ্ধতির মাধ্যমে খুব কম পরিমান বাংলা লেখা হয়, এবং তাতে যুক্তাক্ষর ব্যবহার করা হয় না। ফলে রোমান হরফে বাংলা লেখা তরুন-তরুণীদের কাছে সহজ তো মনে হবেই।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কোন প্রকাশনা সংস্থা বিজয় অথবা মুনীর কিবোর্ড ছাড়া রোমান হরফে বাংলা লেখার কথা চিন্তা পযর্ন্ত করে না। কারনটি হলো রোমান হরফে বাংলা লেখার সময় লেখক যা লিখতে চান তাহা সঠিকভাবে লিখতে পারেন না আর যুক্তাক্ষর তো দুরের বিষয়।

দুনিয়ার সকল মাতৃভাষার জন্য এক ভয়াবহ আপদ এর নাম হলো রোমান হরফ।

আপনারা হয়তো লক্ষ্য করেছেন শহীদ মুনীর চৌধুরী যে মুনীর কিবোর্ড নামে জনপ্রিয় একটি কিবোর্ড তৈরী করেছিলেন তিনি কিন্তু রোমান হরফকে পাশ কাটিয়ে টাইপরাইটারের জন্য বাংলা বর্ণমালায় কিবোর্ড তৈরী করেছিলেন।

জনাব মোস্তফা জব্বার সাহেব এর বিজয় কিবোর্ড যেটি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৮৮ সালে বাজারে আসে । সেই ১৯৮৮ সাল থেকে এখন পযর্ন্ত তার তৈরী কিবোর্ড এখনও সেরা। তার অন্যতম কারন হলো তিনি বাংলা হরফের অল্পপ্রান-মহাপ্রান ও হসন্তের ব্যবহারকে তিনি কিবোর্ড এর প্রযুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেছেন। তবে বাংলাদেশে বিজয় কিবোর্ড এর জনপ্রিয়তা এখনও বিরাজমান থাকলেও ভারতে এই বিজয় কিবোর্ড এর অবস্থা খুব করুন।

ভারতে যে সব কিবোর্ড গুলো জনপ্রিয় সেগুলো লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তারা রোমান হরফকে অনুসরন করে নাই।

একথা সত্য যে, ইউনিকোডে যখন বাংলা লেখা শুরু হয়, তখনই রোমান হরফে বাংলা লেখার পদ্ধতি জনপ্রিয় হতে থাকে। এক্ষেত্রে সবার মাঝে অভ্র কিবোড খুর্ব জনপ্রিয়তা পায়।

্ঋ, ঙ, ঞ,ং,ৎ, ঃ ঁ এগুলো কিন্তু সরাসরি রোমান হরফ দিয়ে লেখা যায় না এবং রোমান হরফের এর কম্বিনেশনে বাংলা যুক্তাক্ষর হয় না।

কাজেই আসুন, আমরা রোমান হরফে বাংলা লেখার অভ্যাস না করে বাংলা কিবোর্ড দিয়ে টাইপ করার অভ্যাস গড়ে তুলি।

তথ্য ও প্রযক্তি বিষয়ক লেখক ও কলামিষ্ট, এবং
ইন্টারনেট এবং কম্পিউটারে বাংলা ভাষা ব্যবহারে উৎসাহ প্রদানকারী ##
মাহাবুবুর রহমান (রিমন)
email : mrahman0985@gmail.com
web : www.mrahman.info